بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

নম্রতা ও বিনয়ের আলোকে মহানবী (সা.)-এর অনন্য নৈতিক চরিত্রের মনোগ্রাহী আলোচনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ১৫ মে, ২০২৬ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আমরা এই বিশ্বাস ও ঈমান রাখি যে, পৃথিবীতে যদি কোনো কামেল মানব জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে তিনি হলেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)। তাঁর পূর্বেও তাঁর ন্যায় কোনো কামেল মানব জন্মগ্রহণ করেনি আর পরেও কেউ জন্মগ্রহণ করবে না। আল্লাহ্‌র ও বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদান আর সমস্ত উত্তম চরিত্র ও মানবীয় গুণের সর্বোচ্চ মানের সমাহার ঘটেছিল মহানবী (সা.)-এর সত্তায়। এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি অন্যতম গুণ হলো বিনয় ও নম্রতা, যার সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত তাঁর সত্তায় খুঁজে পাওয়া যায়।

এ প্রসঙ্গে আজ আমি কিছু হাদীস এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতি তুলে ধরব। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন: **মহানবী (সা.)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও নিখুঁত কোনো মানবীয় আদর্শ পৃথিবীতে আর নেই এবং কেয়ামত পর্যন্ত আর কখনো তা হওয়া সম্ভবও নয়। এরপর লক্ষ্য করো যে, এত অলৌকিক ক্ষমতা ও মোজেযা লাভ করা সত্ত্বেও হুযূর (সা.)-এর চিরসাথী ছিল কেবল তাঁর দাসত্ব ও বিনয়; এবং তিনি বারবার এটিই ঘোষণা করতেন যে-'ইন্নামা আনা বাশারুম মিসলুকুম' (অর্থাৎ: নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ)।**

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, 'মিথ্যা অহংকার, অনর্থক দম্ভ ও বড়াই প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকা উচিত এবং নম্রতা ও বিনয় অবলম্বন করা আবশ্যক। দেখুন! মহানবী (সা.) যিনি প্রকৃতপক্ষে সবচেয়ে বেশি এবং সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী ছিলেন, তাঁর নম্রতা ও বিনয়ের একটি উদাহরণ পবিত্র কুরআনে বিদ্যমান রয়েছে। বর্ণিত আছে, একজন অন্ধ মহানবী (সা.)-এর নিকট এসে পবিত্র কুরআন পাঠ শিখতেন। একদিন মহানবী (সা.)-এর কাছে মক্কার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং শহরের প্রধানরা সমবেত হয়েছিলেন এবং তিনি তাদের সাথে আলাপচারিতায় ব্যস্ত ছিলেন। আলাপে ব্যস্ত থাকার কারণে কিছুটা দেরি হয়ে যাওয়ায় সেই অন্ধ ব্যক্তি সেখান থেকে উঠে চলে যান। এটি খুবই সাধারণ

বিষয় ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'লা এর পরিপ্রেক্ষিতে একটি সূরা অবতীর্ণ করেন। এরপর মহানবী (সা.) সেই ব্যক্তির বাড়িতে যান এবং তাকে সাথে করে নিয়ে এসে নিজের পবিত্র চাদর বিছিয়ে তার ওপরে তাকে বসান। আসল কথা হলো, যাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য ও সম্মান সর্বদা বিরাজমান থাকে, তাদের অবশ্যই বিনয়ী ও নম্র হতে হয়; কারণ তারা খোদার অমুখাপেক্ষিতার ভয়ে সর্বদা কম্পিত ও শঙ্কিত থাকে।

হুযূর আনোয়ার বলেন এটি কেবল পবিত্র কুরআনে বর্ণিত বা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কর্তৃক বর্ণিত একটি ঘটনা-ই নয়, বরং এটি আমাদের জন্য অনেক বড়ো একটি শিক্ষা যে, মহানবী (সা.) তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। অতএব, তাঁর (সা.) প্রতি তোমাদের ভালোবাসার দাবি সত্য হয়ে থাকলে তোমরাও বিনয় ও নম্রতার এই সর্বোচ্চ মান অর্জনের চেষ্টা করো। মহানবী (সা.) বলেছেন, প্রত্যেক মানুষের মাথার সাথে দুটি শিকল বাঁধা রয়েছে। একটি শিকল আকাশের দিকে এবং অপরটি ভূমির দিকে। বান্দা যখন নম্রতা ও বিনয় অবলম্বন করে তখন যে ফিরিশ্‌তার হাতে আকাশের শিকলটি রয়েছে তিনি সেই শিকলটিকে ওপরের দিকে টেনে নেন আর যখন সে অহংকার ও দম্ভ প্রদর্শন করে, তখন ভূমির শিকলটি তাকে নিচের দিকে টেনে নেয়। তিনি (সা.) বলেছেন, যখন বান্দা নম্রতা অবলম্বন করে, তখন আল্লাহ্‌তা'লা তার মর্যাদা সপ্তম আকাশ পর্যন্ত উন্নীত করেন।

মহানবী (সা.)-এর নিজের নম্রতার মান কীরূপ ছিল? এ প্রসঙ্গে হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে, একবার এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-কে সম্বোধন করে বলেন, **'হে আমাদের নেতার পুত্র নেতা! হে সর্বোত্তম ব্যক্তির সর্বোত্তম পুত্র!** তার একথা শুনে তিনি (সা.) বলেন, **হে লোকসকল! খোদাভীতিকে নিজেদের জন্য আবশ্যক করে নাও, শয়তান যেন তোমাদের বিভ্রান্ত করতে না পারে। আমি মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্, আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁর রসূল। আল্লাহ্‌র কসম! আমি এটি পছন্দ করি না যে, তোমরা আমাকে সেই মর্যাদার চেয়ে বাড়িয়ে বর্ণনা করো যা আল্লাহ্ আমাকে দান করেছেন।**

অনুরূপভাবে মহানবী (সা.) বলেছেন, **কেউ তার আমলের মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।** এক সাহাবী নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনিও কি? তিনি (সা.) বলেন, **আমিও না; যতক্ষণ আল্লাহ্ আমাকে তাঁর অনুগ্রহ ও দয়ার চাদরে আবৃত করে না নেন।**

মহানবী (সা.) এই দোয়া করতেন, **হে আমার আল্লাহ্! আমাকে মিসকীন হিসেবে জীবিত রাখো, মিসকীন হিসেবে মৃত্যু দাও এবং মিসকীনদের সাথেই আমাকে পুনরুত্থিত কোরো।** একটি ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, এক মহিলা যার মানসিক ভারসাম্যে কিছুটা ত্রুটি ছিল সে মহানবী (সা.)-কে বলে, হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনার সাথে আমার একটি কাজ আছে। তিনি (সা.) বলেন, **হে উম্মে অমুক! তুমি যে গলিতেই চাও আমাকে নিয়ে চলো, যতক্ষণ না আমি তোমার কাজ সম্পন্ন করে দিই।**

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: মহানবী (সা.) যখন আনসারদের নিকট যেতেন, তখন তিনি তাদের সন্তানদের সালাম করতেন, পরম স্নেহে তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন এবং তাদের জন্য কল্যাণ ও বরকতের দোয়া করতেন। একবার এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে কথা বলার সময় তার কাঁধ কাঁপতে আরম্ভ করে। তখন তিনি (সা.) বলেন, **শান্ত হও! আমি কোনো বাদশাহ্ নই। আমি তো এমন এক নারীর সন্তান, যিনি শুষ্ক মাংস খেতেন।** হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন: **আল্লাহ্ তা'লা আমাদের নবী (সা.)-কে যেমন যেমন সফলতা ও বিজয় দান করছিলেন, তিনি (সা.) ঠিক তেমন তেমনই আরও বেশি বিনয়, নম্রতা ও অহংকারহীনতা অবলম্বন করছিলেন।**

মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে সম্বোধন করে বলেন, **আমার প্রশংসায় অতিরঞ্জন কোরো না, যেমনটি খ্রিস্টানরা ইবনে মরিয়মের প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করেছিল। আমি তো কেবল আল্লাহ্‌র এক অধম বান্দা।**

তোমরা আমার সম্পর্কে শুধু এটুকু বলো যে, আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁর রসূল। তিনি (সা.) আরও বলেছেন, **কারো জন্য এটি বলা উচিত নয় যে, আমি ইউনুস বিন মাত্তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ**। শ্রেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তিনি (সা.) বিনম্রতার কারণে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের বিষয়ে নিষেধ করে দিয়েছেন। এক ব্যক্তি তাঁকে (সা.) খায়রুল বারিয়্যা বা সৃষ্টির সেরা বলে সম্বোধন করলে তিনি (সা.) বলেন, **খায়রুল বারিয়্যা তো ছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আ.)**।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: নিঃসন্দেহে রসূলুল্লাহ্ (সা.) সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম ছিলেন এবং আছেন, আর তিনিই হলেন 'খাইরুল বারিয়্যাহ্' (অর্থাৎ সৃষ্টির সেরা)। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি চরম নম্রতা ও বিনয়ের সাথে এই শ্রেষ্ঠত্বকে হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর দিকে আরোপিত করে দিয়েছেন (অর্থাৎ হযরত ইব্রাহিম আ.-কে সৃষ্টির সেরা বলেছেন)।

মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (সা.) এক লক্ষ সাহাবীর সাথে উমরা পালন করেন এবং সে সময় তাঁর বিনম্রতার অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি তখন একটি সাধারণ হাওদাবিশিষ্ট বাহনের ওপর এমনভাবে বসেছিলেন যে, বিনয়ের ফলে তাঁর মাথা উটের কুঁজের সাথে লেগে যাচ্ছিল আর তাঁর পরিধেয় চাদরটি ছিল মাত্র চার দিরহাম অথবা তার চেয়েও কম মূল্যের।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন: 'আহমদ' (সা.) নামটি হলো আল্লাহ্‌র জামাল বা সৌন্দর্যমণ্ডিত গুণের প্রকাশস্থল এবং এর বিপরীতে 'মুহাম্মদ' (সা.) নামটি হলো জলাল বা মহিমান্বিত প্রতাপের বহিঃপ্রকাশ। এর কারণ হলো-'মুহাম্মদ' নামের মধ্যে 'মাহবুবিয়াত' বা পরম প্রিয়পাত্র হওয়ার রহস্য লুকিয়ে আছে, পক্ষান্তরে 'আহমদ' নামের মাঝে 'আশিকিয়াত' বা পরম প্রেমিকের রহস্য গোপন রয়েছে।... 'মাহবুবিয়াত' (পরম প্রিয়ত্ব)-যা 'মুহাম্মদ' নামের মাঝে প্রচ্ছন্ন ছিল, তা সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছিল; এবং যারা (ইসলামের ও খোদার) অবমাননাকারী এবং উদ্ধত অবাধ্য ছিল, আল্লাহ্‌র মাহবুবের সেই 'জলালী' (প্রতাপশালী) রূপ তাদের দম্ভকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছিল।

হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, **মহানবী (সা.) অসুস্থ ব্যক্তির সেবা করতে যেতেন, জানাযায় অংশগ্রহণ করতেন এবং গাধার পিঠে আরোহণ করতেন আর ক্রীতদাসের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতেন**। মহানবী (সা.) মানুষের আবেগ-অনুভূতির প্রতি কতটা খেয়াল রাখতেন তার উদাহরণ এভাবে পাওয়া যায় যে, **তিনি একবার এক কুষ্ঠরোগীর হাত ধরেন এবং তাকে নিজের সাথে একই পাত্রে খাবারে অংশীদার করেন এবং বলেন, আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে খাও আর তাঁর ওপর ভরসা করে খাও**।

মহানবী (সা.) এক সফরে ছাগলের মাংস রান্না করার নির্দেশ দিলে সাহাবীরা ছাগল যবাই করা, চামড়া ছাড়ানো এবং রান্না করাসহ বিভিন্নদায়িত্বনিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। তিনি (সা.) বলেন, জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করার দায়িত্ব আমার। সাহাবীরা নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এই কাজের জন্য আমরাই যথেষ্ট। তখন তিনি (সা.) বলেন, **আমি জানি, তোমরাই যথেষ্ট। কিন্তু আমি চাই না যে, আমি তোমাদের মধ্যে নিজেকে বিশিষ্ট বা বড়ো করে দেখাই। কেননা আল্লাহ্ তা'লা এটি পছন্দ করেন না যে, তাঁর বান্দা মানুষের মাঝে নিজেকে স্বতন্ত্র হিসেবে প্রকাশ করবে**।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) গৃহস্থালির কাজকর্মে বাড়ির লোকদের সাহায্য করতেন এবং যখন নামাযের সময় হতো তখন তিনি নামাযের জন্য চলে যেতেন। হুযূর (আই.) বলেন, এখানে সেসব পুরুষদের জন্যও নির্দেশনা রয়েছে যারা বাড়ির কাজকর্ম করতে একেবারেই অনীহা প্রকাশ করে এবং যার ফলে স্ত্রীদের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। স্ত্রীদের কাজে সহযোগিতা করা উচিত।

মহানবী (সা.) নিজের জুতো নিজেই মেরামত করে নিতেন, নিজের কাপড় নিজেই সেলাই করতেন এবং নিজের ঘরে ঠিক সেভাবেই কাজ করতেন যেভাবে তোমাদের মধ্যে কেউ নিজের ঘরে কাজ করে

থাকে।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: এর দ্বারা এটিও জানা গেল যে, সাহাবায়ে কেরামও (রাযি.) নিজ নিজ ঘরে স্ত্রীদের কাজে সহায়তা করতেন; তবে এখানে এটিও স্পষ্ট হওয়া উচিত যে-ঘরের কাজকর্মের মূল দায়িত্ব কিন্তু স্ত্রীদেরই।

তিনি (সা.) সর্বদা, অগ্রাধিকারমূলক আচরণ বা বিশেষ সুবিধা গ্রহণ করতে অস্বীকার করতেন। মসজিদে নববী নির্মাণের সময় তিনি (সা.)ও অন্যান্য সাহাবীর সাথে ইট বহনের কাজে অংশ নিয়েছেন, পরিখা খননের সময় মাটি বহন করেছেন।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাযি.) এরশাদ করেন: মহানবী (সা.) তাঁর আগমনে লোকজনকে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করতে নিষেধ করতেন এবং বলতেন-**এটি তো ইরানীদের প্রথা; আমি কোনো বাদশা নই।**

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এরশাদ করেন: আমার মতে আত্মশুদ্ধি বা পবিত্রতা অর্জনের সর্বোত্তম উপায় এটিই, আর এর চেয়ে উত্তম কোনো পথ পাওয়া সম্ভবও নয় যে-মানুষ কোনো প্রকার অহংকার ও বড়াই করবে না; না পাণ্ডিত্যগত, না বংশীয়, আর না আর্থিক...। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত একজন অসহায় ও দরিদ্র বৃদ্ধার সাথে সেই রূপ উত্তম আচরণ না করবে, যা সে একজন উচ্চবংশীয় ও মর্যাদাসম্পন্ন মানুষের সাথে করে থাকে বা করা উচিত; এবং নিজেকে সব ধরণের অহংকার, দাম্ভিকতা ও ঔদ্ধত্য থেকে বাঁচিয়ে না রাখবে, ততক্ষণ সে কক্ষনো খোদাতা'লার বাদশাহীতে প্রবেশ করতে পারবে না।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের বিনয় ও নম্রতার প্রকৃত রহস্য অনুধাবন করার এবং সর্বদা মহানবী (সা.)-এর আদর্শকে সম্মুখে রাখার তৌফিক দান করুন। আমীন।

আল্হামদুলিল্লাহি নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar (at)

15 May 2026

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে:Toll Free No.1800 103 2131| www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in